বাপু আঁখে মুদিয়ে

সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ছুরি, খঞ্জর যে নামেই চিনুন,গনগনে আগুনে পুড়ে আমার জন্ম। ঘষে মেজে চিকন চাকন করে একজন আমায় বিক্রি করে দিল অন্য একজনের কাছে। কঠিন চেহারার যে লোকটা আমায় কিনল, তার লাল চোখ, নিষ্ঠুর থ্যাবড়া আঙুল। মদ তাকে দিনরাত মজিয়ে রেখেছে। আমার জায়গা হোল তেলচিটে বালিস, নোংরা চাদর আর বস্তির কাঁচা নর্দমায় গন্ধের মধ্যে। সেদিন সকাল সকাল ভদ্রমতো একটা লোক কাজের আগাম দিয়ে গেল। নগদ টাকা, মদের বোতল-- ওঃ, আমার মালিক খুশিতে নেচে উঠল নড়বড়ে তক্তপোষের ওপর।

সন্ধের মুখে আমরা বের হলাম। একটা লরিতে আমার মালিকের মতো স্বভাবের একদল লোক। তাদের মুখের ভাষা, গন্ধ, পাগলের মতো চিৎকার সব কেমন বেপরোয়া ধরনের। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর এক গলির মুখে এসে গাড়ি থামল। সবাই লাফিয়ে নামল। মালিক শক্ত মুঠিতে আমার কোমরটা ধরে আছে। দেখি গলির মুখে নেংটি পরা আধা নাঙ্গা লোক দুচোখে কাঁচ ছাড়া চশমার ডান্ডি লাগিয়ে একটা লাঠি হাতে পাথরের চাঙড়ের ওপর যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা জবরদস্ত চেহারার একটা লোক চিৎকার করে উঠল 'বাপু আঁখে মুদিয়ো।' তারপর গলির ভিতর দিয়ে দলটা দৌড়তে শু করল।

আই বাপ, সারা মহল্লায় ঘর বেছে বেছে দরজা বন্ধ করে আগুন দিচ্ছে। জয় বজরঙ্গ বলি-একি দেখছি আর শুনছি। জ্যান্ত মানুষ জানালার ওপারে বাঁচতে চেয়ে কাঁদছে, আগুনে ঝলসে কালো হয়ে যাচ্ছে। গোধরা, বদলা, পাকিস্তান কি আওলাদ, হিন্দুস্থান -- এই সব শব্দ শুনছি। নাঙ্গা মেয়েমানুষ নিয়ে টানাটানি করছে আমার মালিকের দল। বলাৎকার চল রহা হ্যায়। ছুরি চলছে, তলোয়ার চলছে, লুঠ চলছে, লাশ পড়ছে, রক্ত আগুন সব বিচ্ছিরি লাল হয়ে ভাসছে। আমার মালিক একটা মেয়েকে তাড়া করেছে। সে দৌড়ে পালাচ্ছে গলি দিয়ে। মালিকের শিকারী জেদ। আগুনের গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুচোখ-- মিশমিশে কালো লোমশ বুক--বোতাম খোলা হাফপ্যান্ট। আমি ভাবছি মালিককে থামাই কি করে। আমি জড়। একটু জীবন পেলে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে দিতাম মালিকের হাতের তালু এফোঁড় ওফোঁড় করে। মালিক ধরে ফেলল মেয়েটাকে। আমি দেখি সেই আধা নাঙ্গা বাপু আবছা আলোয় মাথার ওপর তেমনি পাথর হয়ে স্থির। তার চোখ দেখতে পাচ্ছি না। সে কি আঁখে মুদেই আছে। তার লাঠিটা নামিয়ে দিচ্ছে না কেন মালিকের মাথায়। মেয়েটা মাটিতে চোখ বন্ধ করে ফোঁপাচ্ছে। তার তলপেটের ভিতরে, গরম রক্তের ভিতরে ডুবে আমি আমার জন্ম মুহূর্তের কথা মনে করছিলাম। কখন যেন ঠক্ শব্দে ছিট্কে পড়লাম। দেখি বাপুর পায়ের নিচে আমি। রক্তের ফিনকিতে ভেজা বাপুর বুক। বাপু আঁখে মুদেনি তখনও। বুঝলাম সেও আমারই মতো জড়।

অন্ধকারে, হা হা কারের শব্দে, মাংস পোড়া বাতাস আর রক্তের আঁশটে গন্ধের মধ্যে নিঃশব্দ ক্রোধে পুড়তে থাকলাম, পুড়তেই থাকছি।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com